জাতীয় স্বাস্থ্য নীতি, ২০১৭ : সংসদের উভয় কক্ষে বিবৃতি দিলেন কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য ও পরিবারকল্যাণ মন্ত্রী

নয়াদিল্লি, ১৬ মার্চ, ২০১৭

জাতীয় স্বাস্থ্য নীতি, ২০১৭ অনুমোদিত হয়েছে কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভায়। দেশের স্বাস্থ্যক্ষেত্রে এটি হল এক গুরুত্বপূর্ণ মাইলফলক। প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদীর নেতৃত্বে ও পরামর্শে কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য মন্ত্রক চূড়ান্ত করেছে এই জাতীয় স্বাস্থ্য নীতিটি। এর আগে জাতীয় স্বাস্থ্য নীতি শেষবার রচনা করা হয়েছিল ২০০২ সালে। বর্তমানে, পরিবর্তনশীল আর্থ-সামাজিক পরিস্থিতিতে এবং প্রযুক্তিগত প্রেক্ষাপটে দীর্ঘ ১৫ বছরের ব্যবধানে এই নীতি রচনা করা হয়েছে উদ্ভূত বিভিন্ন চ্যালেঞ্জের কার্যকর মোকাবিলায়।

আজ সংসদের উভয় কক্ষে এক বিবৃতিতে একথা জানিয়েছেন কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য ও পরিবারকল্যাণ মন্ত্রী শ্রী জগৎ প্রকাশ নাড্ডা। তিনি বলেন, স্বাস্থ্যক্ষেত্রেবিনিয়োগ এবং স্বাস্থ্য পরিষেবা প্রসারে সাংগঠনিক ও আর্থিক দায়বদ্ধতার বিভিন্ন ক্ষেত্রে এই নীতিটিতে সরকারের ভূমিকার ওপর বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। রোগ প্রতিরোধ এবং সমাজের বিভিন্ন অংশে সুস্বাস্থ্যের পরিবেশ গড়ে তোলার ওপরও বিশেষ আলোকপাত করা হয়েছে এই নীতিতে। জোর দেওয়া হয়েছে স্বাস্থ্য সংক্রান্ত বিষয়গুলিতে প্রযুক্তিকে সুলভ করে তোলা, মানবসম্পদের বিকাশ, চিকিৎসা সংক্রান্ত সুযোগ-সুবিধার বহুধা প্রসার, উন্নততর স্বাস্থ্যের লক্ষ্যে জ্ঞান-নির্ভর চেতনার বিকাশ, আর্থিক সুরক্ষা কৌশল এবং স্বাস্থ্য সম্পর্কিত নিয়ম-নীতি নির্ধারণের ওপর। দেশের সকল নাগরিকের কাছে বিশেষত, অবহেলিত ও বঞ্চিত স্তরের মানুষদের কাছে স্বাস্থ্য পরিষেবার সুযোগ পৌঁছে দেওয়াই এই নীতির লক্ষ্য।

শ্রী নাড্ডা তাঁর বিবৃতিতে আরও বলেন যে নতুন এই নীতিতে সরকারি দৃষ্টিভঙ্গিতেপরিবর্তন এনে 'অসুস্থতার পরিচর্যা'র পরিবর্তে জোর দেওয়া হয়েছে 'সকলের ভালো থাকা'র ওপর। এর অর্থ, রোগ প্রতিরোধের পাশাপাশি স্বাস্থ্যের বিকাশের ওপরও বিশেষ নজর রাখার কথা বলা হয়েছে সরকারি এই নীতিতে। শুধু তাই নয়, সংশ্লিষ্ট বেসরকারি ক্ষেত্রের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ অংশীদারিত্ব গড়ে তোলার কথাও রয়েছে জাতীয় স্বাস্থ্য নীতি, ২০১৭-তে।